মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের আলোচনা করে দর্শনের একটি শাখা হিসাবে সমাজদর্শন (Social Philosophy)। মানুষের জ্ঞানের পরিধি ক্রমশই বাড়ছে। ফলে, মানুষের মনে নতুন নতুন জিজ্ঞাসার উদয় হচ্ছে। এইসব জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে দর্শনের পরিধিও ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে।

সমাজ সংক্রান্ত দার্শনিক আলোচনা

দর্শনের বিভিন্ন শাখা ঃ দর্শনের প্রধান শাখা তিনটি। যথা, অধিবিদ্যা (Metaphysics), জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) ও মূল্যবিদ্যা (Axiology)।

অধিবিদ্যা—জগতের প্রকাশমান ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপের পিছনে অপরিবর্তনীয়, ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার স্বরূপ সন্ধান করে দর্শনের যে শাখা তার নাম অধিবিদ্যা।

জ্ঞানবিদ্যা—জ্ঞানের উৎপত্তি, সম্ভাবনা, সীমা, বৈধতা ইত্যাদি জ্ঞান সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দর্শনের যে শাখা আলোচনা করে তার নাম জ্ঞানবিদ্যা।

মূল্যবিদ্যা—জগৎ ও জীবনের মূল্য বিচার করে দর্শনের যে শাখা তাকে বলে মূল্যবিদ্যা। মূল্যবিদ্যাকে আমরা এমন একটি শাস্ত্র বলতে পারি যা মূল্যবিষয়ক বচনের স্বরূপ নির্ণয় করে, মূল্যের তাৎপর্য, এবং সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শের স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করে।

মূল্যবিদ্যা আবার আদর্শের স্বরূপ অনুযায়ী চারটি ভাগে বিভক্ত। যথা, তর্কবিদ্যা (Logic), সৌন্দর্যবিদ্যা বা নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics), নীতিবিদ্যা (Ethics) ও সমাজদর্শন (Social Philosophy)।

সত্যের আদর্শ সামনে রেখে দর্শনের যে শাখা শুধু চিন্তার নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলে তর্কবিদ্যা (Logic)।

সুন্দরের স্বরূপ নিয়ে যে শাখা আলোচনা করে তাকে বলে সৌন্দর্যবিদ্যা বা নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics)।

ব্যক্তি-কল্যাণের স্বরূপ নিয়ে দর্শনের যে শাখা আলোচনা করে তার নাম নীতিবিদ্যা (Ethics)। আবার সমাজকল্যাণের আদর্শ বিচার করে দর্শনের যে শাখা তার নাম সমাজবিদ্যা (Social Philosophy)।

৪। অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics or Ontology) ঃ

অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় ঃ সামগ্রিকভাবে জগৎ ও জীবনের আলোচনা করে জগৎ ও জীবনের মূল্য নির্ধারণ করাই দর্শনের কাজ। জগৎ ও জীবনের যে রূপ আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে সেই রূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ও জ্ঞানের মধ্যে অসঙ্গতি থাকে। এইসব অসঙ্গতি দূর করার জন্য আমাদের কাছে প্রতিভাত বস্তুর যথার্থ রূপ জিজ্ঞাস্য হয়ে দাঁড়ায়। বাহ্য সত্তার অন্তরালে অবস্থিত বস্তুর আন্তর সত্তাকে বলা হয় 'বস্তুস্বরূপ'। এই সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করে আমরা আমাদের ধারণা ও জ্ঞানের অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করি। জগৎ, জীবন ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ধারণ করা অধিবিদ্যার কাজ। অধিবিদ্যাকে তত্ত্ববিজ্ঞান (Ontology) বলা হয়। 'Onto' শব্দের অর্থ হল মূলতত্ত্ব (Reality)। পরিদৃশ্যমান জড় জগতের পশ্চাতে

অধিবিদ্যা বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তার আলোচনা করে

Scanned with CamScanner

বা অন্তরালে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার স্বরূপ কি এবং পরিদৃশ্যমান জড় জগতের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় সত্তার সম্বন্ধ ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করাই অধিবিদ্যার কাজ। যে শাস্ত্র পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অবস্থিত বস্তুর নিত্য ও আন্তরসত্তা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানদান করে তাকে অধিবিদ্যা বলে। বস্তু যেরূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় তাই বস্তুর বাহ্যরূপ। একেই বলা হয় 'অবভাস' (appearance)। বস্তুর অপর আর একটি রূপ আছে যাকে বলা হয় বস্তুস্বরূপ বা বস্তুসত্তা (reality or thing-in-itself)। বস্তু আমাদের কাছে যেরূপে প্রকাশিত হয় তা বস্তুর প্রকৃত রূপ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে একটি কাঁচের পাত্রে জলের মধ্যে একখণ্ড কাঠকে বাইরে থেকে বাঁকা দেখায়। যদিও লাঠিটি প্রকৃতপক্ষে বাঁকা নয়, সোজা। কাচের পাত্রে জলের মধ্যে ডোবানো লাঠির প্রত্যক্ষ গ্রাহ্যরূপটি তার বাহ্যরূপ দূর থেকে দুটি সমান্তরাল রেল লাইনকে আমরা মিশে যেতে দেখি। স্থির সূর্যকে আমরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যেতে দেখি। বস্তুর এই বাহ্যরূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটির আড়ালে এমন একটি অপরিবর্তনীয় ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা আছে যাকে অস্বীকার করলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। বস্তুর মধ্যে এই অপরিবর্তনীয় রূপটি, যাকে 'দ্রব্য' (substance) বলা হয় তা ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করা না গেলেও তাকে অস্বীকার করা যায় না। দ্রব্যের সত্তা স্বীকার না করলে বস্তুর গুণগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। গুণ কাকে আশ্রয় করে থাকবে? আমাদের নিয়ত পরিবর্তনশীল মানসিক ক্রিয়ার অন্তরালে কোন স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে মানসিক প্রক্রিয়া, যেমন—চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত, বাহ্যসত্তা ও আন্তর-সত্তা—এই দুটি ব্যাপারের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। অধিবিদ্যা প্রধানত এই ইন্দ্রিয়াতীত আন্তর সত্তা নিয়েই আলোচনা করে। এই পরিবর্তনশীল জগতের পেছনে কোনও অপরিবর্তনশীল সত্তার অস্তিত্ব বর্তমান কিনা, যদি এটা সত্য হয় তবে তাঁর স্বরূপ কি, জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় অধিবিদ্যায়। তাই অধিবিদ্যাকে তত্ত্বশাস্ত্র বলা যায়। জড় কি? চেতন কি? এ দুটির মধ্যে কোনটি অধিকতর মৌলিক? জড় ও চেতনের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি? আত্মা কি নিছক চেতনা প্রবাহ না তার অতিরিক্ত কিছু? দেশ, কাল কার্যকারণের কি মনাতিরিক্ত কোন অস্তিত্ব আছে? মূল্য কি ব্যক্তিনিষ্ঠ না বিষয়নিষ্ঠ? এসব অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। জড়, প্রাণ, মন বা আত্মা, ঈশ্বর, বিবর্তনবাদ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও অধিবিদ্যাকে আলোচনা করতে হয়।

৪। (ক) **দর্শন ও অধিবিদ্যার সম্পর্ক** ঃ দর্শন ও অধিবিদ্যার সম্পর্ক নিয়ে নানারকম মতভেদ দেখা যায়। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, আলেকজাণ্ডার, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দের অভিমত অনুযায়ী দর্শন ও অধিবিদ্যা অভিন্ন। প্রাচীন দর্শনে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই দর্শনের মুল আলোচনা ছিল অধিবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে। আমাদের উপনিষদে ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্তা বলা হয়েছে। গ্রীক দার্শনিকগণও প্রাচীনকালে পরাতাত্ত্বিক আলোচনাকেই মুখ্য স্থান

দর্শন ও অধিবিদ্যার সম্বন্ধ সম্পর্কে প্লেটোর মত

Scanned with CamScanner

দিয়েছে। দার্শনিক প্লেটোর মতে এই দৃশ্যমান জগৎ অতীন্দ্রিয় জগতের ছায়া। অতীন্দ্রিয় জগৎ সনাতন ধারণাসমূহ দ্বারা গঠিত। এই ধারণাসমূহই একমাত্র সত্য। অধিবিদ্যায় অতীন্দ্রিয় জগতই আলোচ্য বস্তু। অ্যারিস্টটলের মতেও দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো তত্ত্ব বা সত্তার স্বরূপ অনুসন্ধান করা। স্পিনোজা (Spinoza) হেগেল (Hegel) ও ব্রাড্‌লি (Bradley) প্রমুখ কিছু কিছু আধুনিক কালের দার্শনিকও দর্শনে অধিবিদ্যার আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে দৃশ্যমান জগতকে বাদ দিয়ে যদি দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করা হয় তবে তা নিছক কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং দার্শনিক প্লেটোর মত গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রত্যক্ষবাদীগণ (Positivists) অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন। অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন যে, যার বাহ্য বা আন্তর (internal) সংবেদন লাভ করা যায় না, তার কোনও অস্তিত্ব নেই। তাই ঈশ্বর, আত্মা, যা দৃশ্যমান নয়, কেবলই অনুভূতির ব্যাপার তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। কাজেই প্রত্যক্ষবাদীদের মতে অধিবিদ্যা একটি নিরর্থক শাস্ত্র। কিন্তু এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। অপ্রত্যক্ষ বস্তু যে একেবারেই অসত্য নয় একথা অনস্বীকার্য। অনেক সময় প্রত্যক্ষিত বস্তুরও ভুল হয়ে থাকে। 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' এর জ্বলন্ত উদাহরণ। তাছাড়া প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা কেবল বস্তুর গুণ প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু গুণ ছাড়াও বস্তুর মধ্যে যে একটা দ্রব্যসত্তা আছে তার ওপর প্রত্যক্ষবাদীগণ কোনও নজরই দেননি। মন বা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না ঠিকই, তাই বলে তাদের অস্তিত্বকে যদি আমরা অস্বীকার করি তবে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বস্তুর প্রকাশ ও বস্তুর স্বরূপ এক ও অভিন্ন নয়। তাই বস্তুর প্রকাশ রূপের অতিরিক্ত কোনও অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

প্রত্যক্ষবাদীদের মত

লজিক্যাল পজিটিভিস্ট বা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ (Logical Positivists) অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতাও স্বীকার করেননি। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ যা প্রত্যক্ষিত হতে পারে কেবলমাত্র তারই যৌক্তিকতার ওপর বিচার করেছেন। তাঁদের মতে অভিজ্ঞতার সাহায্যে যা যাচাইযোগ্য নয়, তা সত্য নয়। যেহেতু অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রমাণিত নয়, তাই এ ধরনের আলোচনাও তাঁরা নিরর্থক মনে করেন। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা ভাষার বিশ্লেষণকে পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তত্ত্ববিদ্যার তথাকথিত সমস্যাগুলি ও তত্ত্ববিদ্যায় ব্যবহৃত বচনগুলি অর্থহীন। তাঁদের মতে দর্শনের কাজ বিজ্ঞানের ব্যবহৃত ভাষা বা বাক্যকে যৌক্তিক বিশ্লেষণ (logical analysis) করা। কিন্তু এ মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়। এই মতবাদকে মেনে নিলে দর্শনের সাথে ব্যাকরণের কোনও প্রভেদ করা যায় না।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অভিমত

অজ্ঞেয়বাদীদের (Agnostics) মতে অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে ঠিকই, কিন্তু এই সত্তার রূপটি আমাদের কাছে অজ্ঞাত। শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে একে জানবারও কোনও উপায় নেই। কিন্তু এই মতবাদও সর্বজনগ্রাহ্য নয়। কারণ অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্বের স্বীকার্যই বলে দেয় যে অতীন্দ্রিয় সত্তা অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় নয়। সত্তার যে দুটি রূপ আছে যা আমাদের কাছে প্রকৃত রূপ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ

অজ্ঞেয়বাদীদের মত

Scanned with CamScanner

নামে পরিচিত, তা পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন। অর্থাৎ একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

দর্শন ও অধিবিদ্যার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। অধিবিদ্যা দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। দর্শন হল তত্ত্বের অন্বেষণ এবং দর্শনের কাজ তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া। জ্ঞান হল তত্ত্বের উপলব্ধি। যদিও অধিবিদ্যা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের আলোচনাই করে তবুও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করাও অধিবিদ্যার কাজ। বস্তুর স্বরূপ ও প্রকাশ একই জিনিসের দুটি দিক। বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য বস্তুর প্রকাশকে জানা দরকার। এই দৃশ্যমান জগৎ মানুষের কাছে প্রথমে ধরা দেয়।

দর্শন ও অধিবিদ্যার সম্পর্ক

এরপর এই বিশাল জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শ মানুষকে করে তোলে ব্যাকুল।
তখনই মানুষের কৌতূহলের সৃষ্টি হয় অতীন্দ্রিয় সত্তাকে জানার জন্য। ব্যাকুল হয় জানার
জন্যে জগতের প্রকৃত অর্থ ও কার দ্বারা চালিত হয় এ জগৎ সে সম্বন্ধে।

অধিবিদ্যার আলোচনা দর্শনশাস্ত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করলেও দর্শনের পরিধি
অধিবিদ্যার চেয়ে ব্যাপক। অধিবিদ্যা ছাড়াও দর্শনের আরও দুটি অপরিহার্য শাখা হলো
জ্ঞানবিদ্যা ও মূল্যবিদ্যা। জ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরূপ, সীমা ও শর্ত প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা
করা হয় জ্ঞানবিদ্যায়। আমাদের জীবনের তিনটি পরম আদর্শ যথা সত্য, শিব ও সুন্দরের
স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় মূল্যবিদ্যায়। কাজেই অধিবিদ্যা দর্শনের একটি শাখা।

৫। অধিবিদ্যা বর্জন (Elimination of Metaphysics) :

অধিবিদ্যা সম্ভব না বর্জনীয়? এ সম্বন্ধে দার্শনিক মহলে সৃষ্টি হয়েছে এক দারুণ বিতর্ক।
অধিবিদ্যায় অবভাস (Appearance) ও সত্তার (Reality) মধ্যে পার্থক্য করা হয়।
বস্তুর প্রকাশ আমাদের কাছে যে ভাবে হয় আসলে কিন্তু বস্তু সেরকম নয়। একটি সোজা
লাঠিকে জলের মধ্যে ডোবালে লাঠিটিকে বাঁকা মনে হয়। কিন্তু আসলে লাঠিটি সোজাই।
বস্তুর এই প্রতীয়মান রূপই 'অবভাস' নামে খ্যাত। বস্তুর অভিজ্ঞতা-
নিরপেক্ষ রূপকেই বস্তুর সত্তা বা তত্ত্ব বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে সোজা

অবভাস ও বস্তুস্বরূপ

লাঠিটির যথার্থ রূপকে জানতে হলে লাঠিটিকে ঠিক সেইভাবে প্রত্যক্ষ করতে হবে।
প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানই হল লাঠিটির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, যার নাম 'অবভাস'।
ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই যদি 'অবভাস' হয় তাহলে তাকে বস্তুর 'সত্তা' অথবা 'বস্তুস্বরূপ'
(thing in itself) বলা যায় না। তাহলে ইন্দ্রিয়লব্ধ সমস্ত অভিজ্ঞতাকে 'অবভাস' বলা
উচিত। কিন্তু 'অবভাসের' অর্থই হল কোনও বস্তুর প্রতীয়মান রূপ। অবভাসের পেছনে
বস্তুস্বরূপ থাকে নিশ্চিতরূপে। কিন্তু এই বস্তুস্বরূপকে জানার কোনও উপায় নেই। ইন্দ্রিয়
অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে পাথেয় করে চললে দৈনন্দিন জীবনে এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে জ্ঞান
লাভ করি, তা একান্তই অবভাস মাত্র। অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা বলতে যদি বস্তুস্বরূপের
জ্ঞান বোঝায় এবং বস্তুস্বরূপের জ্ঞানলাভ যদি সম্ভব না হয়, তা হলে শাস্ত্র হিসাবে অধিবিদ্যা
বা তত্ত্ববিদ্যা সম্ভব নয়। অধিবিদ্যা হল সেই বিজ্ঞান যা জগৎ, জীবন ও ঈশ্বরের স্বরূপ
নির্ধারণ করতে চেষ্টা করে। পরিদৃশ্যমান জড় জগতের পশ্চাতে বা অন্তরালে কোন অতীন্দ্রিয়

Scanned with CamScanner

সত্তা আছে কিনা, যদি থাকে তা হলে সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার স্বরূপ কি ও পরিদৃশ্যমান জড় জগতের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় সত্তার সম্বন্ধ কি ইত্যাদি প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে অধিবিদ্যা। জগৎ, জীবন ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ধারণ করা অধিবিদ্যার কাজ। দেশ, কাল, কার্যকারণ সম্পর্ক, জড়, মন, প্রাণ—এগুলির স্বরূপ নির্ধারণও অধিবিদ্যার কাজ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো আমাদের এই অবভাসিক জগতের অন্তরালে সত্যিই কি কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে? আর কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা থাকলেও মানুষের পক্ষে কি তা জানা সম্ভব? প্রাচীন কালে প্লেটো এ্যারিস্টটল ও আধুনিক যুগে ডেকার্ট, স্পিনোজা, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা বিষয়ে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। কিন্তু আধুনিক কালে কোন কোন দার্শনিক এই প্রশ্ন তুলেছেন।

হিউম (Hume)-এর মতে জ্ঞানের উৎস হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। এই মতবাদের পক্ষপাতিত্বের জন্যই হিউম অধিবিদ্যাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে আমাদের যে সব মহাগ্রন্থ ও ধর্মগ্রন্থ আছে সেখানে কথার মারপ্যাঁচ ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। যেহেতু ঈশ্বর, আত্মা, দ্রব্যকে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় না তাই এই রূপহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন, স্বাদহীন, স্পর্শহীন বস্তুর অস্তিত্ব একেবারেই হাস্যকর। তাই অধিবিদ্যার বিষয়বস্তুর জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। হিউমের মতে যে কোন ধারণাকে সত্য হতে হলে তাকে মুদ্রণ বা সংবেদন ভিত্তিক হতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হিউম ঈশ্বর, আত্মা, জড় দ্রব্য, কার্যকারণ প্রভৃতির ধারণাকে বাতিল করেছেন। তাঁর মতে অধিবিদ্যা সংক্রান্ত বচনের কোন জ্ঞানগত মূল্য নেই। প্রখ্যাত দার্শনিক কান্ট (Kant) অধিবিদ্যার সম্ভাবনা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি অধিবিদ্যাকে সরাসরি বাতিল না করে বলেছেন যে, অতীন্দ্রিয় সত্তা বা বস্তুস্বরূপ সম্বন্ধে কোন যথার্থ জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। ইনি বস্তুস্বরূপ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা করাকে স্বীকার করেছেন কিন্তু এঁর মতে বস্তুস্বরূপকে জানা যায় না। বস্তুস্বরূপের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা মনের আকার (Forms) ও কতকগুলি প্রকারের (Categories) মাধ্যমেই জানি। কাজেই আমাদের জ্ঞান অনেকাংশেই বিকৃত হয়ে যায়। এজন্যই কান্ট বলেছেন যে বস্তু স্বরূপ অস্তিত্বশীল হলেও আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় থেকে যায়। পরম ও নিরপেক্ষ সত্তা মানবীয় জ্ঞানের সীমার বাইরে। আমরা যা জানি তা বস্তুর প্রকাশ মাত্র। অতএব কান্টের মতানুযায়ী অধিবিদ্যা অসম্ভব। হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer)-এর মতানুযায়ী পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কোনও বস্তুর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হলে আগে তাকে জানতে হবে। একটি বৃক্ষ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভের পর অর্থাৎ বৃক্ষটিকে প্রকৃতপক্ষে বৃক্ষ বলে জানলেই অন্যান্য বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এছাড়াও ঘরবাড়ি ও অন্যান্য জাগতিক বস্তুর সঙ্গে বৃক্ষের পার্থক্য তখনই করতে পারি যখন বৃক্ষ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করি। সর্বপ্রকার সম্বন্ধবর্জিত পরম নিরপেক্ষ বস্তুকে জানবার কোনও উপায় থাকে না। বস্তুস্বরূপ সর্বনিরপেক্ষ পরম সত্য হতে বাধ্য। সুতরাং তা মানবীয় জ্ঞানের অতীত।

হিউম ও কান্টের মতে অধিবিদ্যা সম্ভব নয়

Scanned with CamScanner

কোনও বিরোধিতা থাকা সম্ভব নয়। রূপবিজ্ঞান (Phenomenology) এবং বস্তুস্বরূপের আলোচনা দুইই দর্শনের পরিধির মধ্যে এসে পড়তে বাধ্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নিয়ে আলোচনা করার সময় দর্শন তাদের বস্তুস্বরূপের প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করেই আলোচনা করে। ভারতীয় দার্শনিকরাও স্বীকার করেন যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা তত্ত্বসাক্ষাৎকার সম্ভব এবং তার সাহায্যেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। কাজেই অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা অবশ্যই স্বীকার্য।

৬। জ্ঞানবিদ্যা ও দর্শন (Epistemology and Philosophy) :

জ্ঞানবিদ্যা হল ভিত্তি যার উপর দর্শনের তত্ত্বালোচনার সৌধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। জ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরূপ, সম্ভাবনা, সীমা এবং বৈধতা নিয়ে দর্শনের যে শাখা আলোচনা করে তাকে জ্ঞানবিদ্যা বলা হয়। জ্ঞান কি আদৌ সম্ভব? জ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে হয়? যথার্থ জ্ঞানের শর্ত কি কি? জ্ঞানের সীমা বা পরিধি কতদূর? চরমতত্ত্বের জ্ঞান আদৌ সম্ভব কি? যদি সম্ভব হয় তাহলে কি উপায়ে আমরা জ্ঞান লাভ করি? এই ধরনের প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানই জ্ঞানবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। দর্শনের পথ জ্ঞানের পথ। দর্শন আমাদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে, বিশ্বের চরম তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানদান করতে চায়। জ্ঞানের স্বরূপ, উপকরণ, শর্ত, উৎস ও সীমা সম্পর্কে আলোচনার নাম জ্ঞানবিদ্যা। ইংরাজীতে Episteme কথার অর্থ হল 'জ্ঞান' এবং Logos কথার অর্থ 'বিদ্যা'। তাই জ্ঞানবিদ্যাকে ইংরাজীতে Epistemology বলা হয়।

জ্ঞানবিদ্যা কাকে বলে

দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞানবিদ্যা দর্শনের ভিত্তি ও অপরিহার্য অঙ্গ। জ্ঞানবিদ্যা কেবল দর্শনের ভিত্তি রচনা করে না, গতিপথও নিয়ন্ত্রিত করে। জ্ঞানবিদ্যায় যেরূপ মতবাদ আমরা গ্রহণ করব আমাদের দার্শনিক আলোচনার সিদ্ধান্তও সেরূপ হবে। দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানতত্ত্বকে অনুসরণ করে এবং জ্ঞানবিদ্যার ওপর দর্শনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক আলোচনার প্রারম্ভেই জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা প্রয়োজন। যা জানা সম্ভব নয় তার পিছনে দার্শনিকদের ছুটে বেড়ানো ঠিক নয়। দার্শনিকের প্রথম কাজ জ্ঞান অর্জনে মানুষের বিচারবুদ্ধির ক্ষমতাকে নির্ধারণ করা। দার্শনিক কেয়ার্ড (Caird)-এর মতে প্রথম থেকে জ্ঞানলাভের পদ্ধতি বা উপায় বিচার না করে আমরা কি বলতে পারি যে কোনও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশ করছি না?' ("Without a prior criticism of organ of knowledge, can we tell whether in any given case it may not be entering on forbidden ground?") দর্শন যদি সামগ্রিকভাবে জগতের জ্ঞানলাভ করতে চায় তাহলে দর্শনকে সর্বাগ্রে দেখতে হবে, যে পদ্ধতিতে সে এই জগতের জ্ঞানলাভ করতে চায় তা যথার্থ কিনা। দর্শনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল যথার্থ জ্ঞান। কাজেই আধুনিক কালে দর্শনের অন্যতম শাখা হিসাবে জ্ঞানবিদ্যা প্রাধান্য লাভ করেছে।

জ্ঞানবিদ্যা দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

প্রাচীনকালে গ্রীক দর্শনে জ্ঞানবিদ্যা একরকম অপরিচিতই ছিল। জ্ঞানের সম্ভাবনা বিচার না করে চরমতত্ত্বের অনুসন্ধানে তাঁরা ব্রতী হতেন। এসব দার্শনিকদের দার্শনিক আলোচনায়

Scanned with CamScanner

যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের কোনও স্থান ছিল না। গ্রীসের প্রথমদিকের দর্শনে প্রকৃতির বিরাটত্ব ও বৈচিত্র্য এমনভাবে গ্রীসের দার্শনিকদের অভিভূত করেছিল যে, তাঁরা প্রকৃতিকে যেমনভাবে দেখেছেন তার মধ্যে কোন অসঙ্গতি আছে কিনা তা ভেবে দেখেননি। তাই গ্রীক দার্শনিকদের কাছে প্রকৃতির প্রকাশ নির্বিচারে সত্য বলে জানাই ছিল যথার্থ। মধ্যযুগের ইউরোপীয় দার্শনিকগণও নির্দ্বিধায় বাইবেলের ব্যাখ্যাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ফলে চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। জ্ঞানের সম্ভাবনা বিচার না করে যে দার্শনিক আলোচনা করা হয় তাকে বিচারবিযুক্ত দর্শন (Dogmatic Philosophy) বলা হয়।

প্রাচীনকালে গ্রীক দর্শনে এবং মধ্যযুগের দর্শনে জ্ঞানবিদ্যা অপরিচিত ছিল

আধুনিককালে প্রথমদিকের দর্শনালোচনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিচারের মনোভাব দেখা গেলেও দর্শনের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে জ্ঞানবিদ্যার আবির্ভাব তখনও হয়নি। বৃটিশ দার্শনিক জন লক্ (John Locke) তাঁর দর্শনে সর্বপ্রথম জ্ঞানবিদ্যার বিশদ আলোচনা করেন। তাই বলে এই দার্শনিকের পূর্বে জ্ঞানবিদ্যা বলে কিছু ছিল না একথা বলা ঠিক নয়। জ্ঞানের স্বরূপ ও শর্ত সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা সব দর্শনেই কোন না কোন ভাবে উপস্থিত ছিল। জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে লক (Locke) যে আলোচনা করেছেন, সে আলোচনা মূলত মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা। জ্ঞানের ব্যাপারটি স্বীকার করে নিয়ে লক্ জ্ঞানের উৎপত্তি, বিকাশ ও সীমা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যদিও কোন্ শর্তাধীনে জ্ঞান সম্ভব—তা লক্ আলোচনা করেননি। তবুও তাঁর সময় থেকেই জ্ঞানবিদ্যার অগ্রগতি শুরু হয়।

লকের হাতেই জ্ঞানবিদ্যা একটি সুস্পষ্ট রূপ পায়

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট (Immanuel Kant) জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কাণ্ট জ্ঞানবিদ্যার ওপর এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে, দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যাকে ইনি অভিন্ন মনে করেন। জ্ঞানের সম্ভাব্যতা কি কি শর্তের ওপর নির্ভর করে, বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে আমরা কোন্ তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করি, চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, জ্ঞানের সীমারেখা, জ্ঞান কি শুধু অবভাসিক জগতে সীমাবদ্ধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাণ্ট আলোচনা করেছেন। দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কাণ্ট বলেছেন যে, "দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কিত বিজ্ঞান এবং তার সমালোচনা।" (Philosophy is the science and criticism of cognition)। দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte)-এর মতানুযায়ীও দর্শন "জ্ঞানের বিজ্ঞান" (Philosophy is the the science of knowledge)।

কাণ্টের অভিমত

কিন্তু মারভিন (Marvin), পিটকিন (Pitkin), হল্ট (Halt), মণ্টেগু (Montague), পেরী (Perry) প্রমুখ আধুনিক বস্তুবাদী দার্শনিকগণ দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে বর্জন করার পক্ষপাতী। এঁদের মতে জ্ঞানের বিচার ছাড়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। তত্ত্বজ্ঞানের জন্য জ্ঞানের সমালোচনা বা বিচার অত্যাবশ্যক নয়।

Scanned with CamScanner

দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। জ্ঞানবিদ্যা দর্শনের ভিত্তি, অপরিহার্য অঙ্গ। জ্ঞানবিদ্যা কেবল দর্শনের ভিত্তি রচনা করে না, গতিপথও নিয়ন্ত্রণ করে। দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানতত্ত্বকে অনুসরণ করে এবং এই জ্ঞানবিদ্যার ওপরই দর্শনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। যা জানা অসম্ভব তার পেছনে অযথা ছুটে বেড়ানো দার্শনিকদের উচিত নয়। তাই দার্শনিকগণের প্রথম কাজ জ্ঞান অর্জনে মানুষের বিচারবুদ্ধির ক্ষমতা কতটুকু তা নির্ধারণ করা। দার্শনিক কেয়ার্ড (Caird)-এর মতে 'পূর্ব থেকে জ্ঞানলাভের পদ্ধতি বা উপায় বিচার না করে আমরা কি বলতে পারি যে কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশ করছি না?' ('Without a prior criticism of organ of knowledge can we tell whether in any given case it may not be entering on forbidden ground?') সুতরাং জ্ঞানবিদ্যা ও দর্শন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। জ্ঞানবিদ্যা হল দর্শনের ভিত্তি, যার ওপর দর্শনের তত্ত্বালোচনা এবং মূল্য বিষয়ক আলোচনার সৌধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যার নিবিড় সম্পর্ক

মন্তব্য

Scanned with CamScanner